দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৪ ......

অমর্ত্য সেনের শিক্ষা জীবন

আমার শৈশবের বেশ কিছু সময় কাটে ঢাকাতে। পুরানো ঢাকার ওয়ারিতে আমাদের পৈত্রিক বাড়ি আছে। ঢাকায় বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। আমাকে ভর্তি করা হয় সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুলে। কিছুদিন এখানে পড়ার পর ঢাকা থেকে আবার আমরা শান্তি নিকেতনে ফিরে যাই।

আমার জন্ম হয় এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। তাই হয়তোবা আমার জীবনের বেশির ভাগ সময়ই বিভিন্ন ক্যাম্পাসে কেটে যায়। নিজের ক্যাম্পাস জীবন ও শৈশব সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে এভাবেই বলেন বাঙ্গালী নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্যসেন। ১৯৯৮ সালে দ্বিতীয় বাঙ্গালী হিসেবে অমর্ত্য সেন অর্জন করেন নোবেল পুরষ্কার। আজ ক্যাম্পাস জীবনে রয়েছে তার সাক্ষাৎকার থেকে নেয়া শিক্ষা জীবনের বিস্তারিত। তিনি বলেন আমার নানা ক্ষীতি মোহন সেন শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীতে একজন সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন। মা অমিতা সেন চাইতেন আমিও যেন এই স্কুলের ছাত্র হই।

শান্তি নিকেতনে আমার পড়াশুনা শুরু হয়। এখানে স্কুল জীবন শেষ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হই আমি। আমার যখন তিন বছর বয়স তখন আমাদের পরিবার বার্মার মান্দালয়ে চলে যায়। সেখানে বাবা পরিদর্শক অধ্যাপক হিসেবে তিন বছর কাটান। তারপর বাবা আমাদের নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন।

আমার শৈশবের বেশ কিছু সময় কাটে ঢাকাতে। পুরানো ঢাকার ওয়ারিতে আমাদের পৈত্রিক বাড়ি আছে। ঢাকায় বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। আমাকে ভর্তি করা হয় সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুলে। কিছুদিন এখানে পড়ার পর ঢাকা থেকে আবার আমরা শান্তি নিকেতনে ফিরে যাই। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী স্কুল এন্ড কলেজ হতে আমি আমার স্কুল জীবন শেষ করি।

ছোট বেলায় আমি কখনোই ভাবিনি শিক্ষক হব কিংবা কোন বিষয়ের উপর গবেষণা করব। ছোট বেলায় পাঠ্য বিষয়ের ব্যাপারে আমি খুব অস্থির ছিলাম। অর্থনীতির রস আস্বাদনে অভিভূত হওয়ার আগে সংস্কৃত, গণিত, পদার্থের দ্বার হতে ঘুরে এসেছিলাম। এ সকল বিষয়ও আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। পড়াশুনায় ভাল করে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হওয়ার ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহই ছিল না। তাই একজন শিক্ষক আমাকে খারাপ ছাত্রও বলেছিল। তবে তিনি জানতেন আমি ভাল করতে পারি। হয়তোবা আমি পারতামও। তিনি আমাকে ভাল করার ব্যাপারে সবসময়ই উৎসাহিত করতেন। আমি খারাপ ছাত্রের কলঙ্ক ঘুচাতে আপ্রাণ চেষ্টাও করতে থাকি। স্কুল জীবন শেষ করে আমি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই। এরপর শুরু হয় আমার উচ্চ শিক্ষার পালা।

কলেজ জীবন শেষ করে পাড়ি জমাই লন্ডনে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিটিন কলেজে আমি ভর্তি হই। পরবর্তীতে আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। আমাদের শিক্ষা ব্যাবস্থা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপূরক ছিল। বিশ্লেষনধর্মী ও বিজ্ঞান কেন্দ্রিক শিক্ষাও আমরা স্কুলে পেতাম। একটা বিশাল অংশ ছিল ভূগোল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের এই বিষয় গঠিত ছিল। বিশেষ করে পশ্চিম বিশ্ব, দক্ষিন পূর্ব এশিয়া (যেমন- জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া) . পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকা।

❑ রাবেয়া